بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি, ২০১৮

নির্যাতন-নিপীড়ন কখনই আহমদী মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে দুর্বল করতে পারবে না: হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্যের মাধ্যমে গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭, ভারতের কাদিয়ানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১২৩তম বার্ষিক সম্মেলন (জলসা সালানা) সমাপ্ত হয়েছে।

লন্ডনের বাইতুল ফুতূহ মসজিদ থেকে সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্মানিত হুযূর তাঁর সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। এবারের কাদিয়ান জলসায় বিশ্বের ৪৪ টি দেশ থেকে ২০,০০০ এরও অধিক লোক অংশগ্রহন করেন এবং লন্ডনে সমাপনী অধিবেশনের জন্য ৫০০০ এরও অধিক লোকের সমাগম ঘটেছিল।

হুযুর (আই.) তাঁর সমাপনী ভাষণে 'খাতামান নাবীয়্যিন', যে খেতাব পবিত্র কুরআনে নবী করিম হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কে দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, যেখানে আলেম-উলামা এ অভিযোগ করে চলেছে যে আহমদী মুসলমানেরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এ মর্যাদাকে অস্বীকার করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই সত্য থেকে এতটা দূরে হতে পারে না। বরং এর বিপরীতে, সম্মানিত হুযূর বলেন যে, আহমদী

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

মুসলিমগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত মর্যাদাকে উপলব্ধী করে এবং পরিপূর্ণভাবে এর উপর বিশ্বাস রাখে এবং সর্বদা রেখে এসেছে।

সম্মানিত হুযূর আরো বলেন যে এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তথাকথিত মুসলিম উলামা গুরুতর অসত্যের প্রচার ও মিথ্যা দাবির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সূচনাকাল থেকেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে ও যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রমাণ করে এসেছে যে মুসলিম উলামা ও এ সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের এ অপবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, আহমদী মুসলিমগণ খাতামান নাবীয়্যিন হিসেবে রাসূল্লাহ (সা.)-কে মানেন না। তাদের এ দাবিগুলোর ভিত্তি সত্যের উপর নয়, বরং কেবলই মিথ্যার উপর।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"যখন একদিকে এসব মৌলানারা আমজনতাকে উস্কে দিয়ে আহমদিয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বীজ বপণ করে যায়, তখন অন্যদিকে যারা সত্যের সন্ধানী তারা বাস্তব প্রমাণের নিরিখে সত্যের সন্ধান পেয়ে যান। তারা বুঝতে পারেন যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে,

আহমদী মুসলিমগণ সত্য মুসলিম। তারা বুঝতে পারেন যে নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যথার্থ উচ্চ মর্যাদা তখনই বুঝা সম্ভবপর যখন প্রতিশ্রুত মসীহ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত দাস হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে মেনে নেয়া হয়।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা আহমদিয়াতের প্রসারে বাধা দানে তাদের প্রচেষ্টায় আজীবন নিষ্ফলই থেকে যাবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধবাদীরা সর্বদাই জনতাকে আমাদের বিপক্ষে পরিচালিত করতে চায়, কিন্তু, তাদের জেনে রাখা ভাল যে, মানবীয় প্রচেষ্টা এবং কর্মকৌশল আল্লাহতা'লার পরিকল্পনার সামনে নিঃসন্দেহে বিফল ও অর্থহীন সাব্যস্ত হতে বাধ্য। কেননা, খোদাতা'লা এটি নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, একদিন মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।"

সম্মানিত হুযূর আরও বলেন:

“আল্লাহতা’লা মসীহ মাওঊদ (আ.)-কে ইলহাম মারফত জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে সম্মানিত করবেন এবং তাঁর জামা’তকে বর্ধিত করবেন, আর আমরা প্রতিদিনই এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের অগ্রগতি থামানোর জন্য খাতামান নাবিয়্যিন সংক্রান্ত আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে যতই মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে যাক না কেন, প্রতি বছরই হাজার হাজার লোক, বিশেষতঃ অন্যান্য মুসলিমগণ আমাদের জামা’তে যোগদান করে যাচ্ছেন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জলসায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন যে, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সত্যতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহতা’লার প্রদত্ত খাতামান নাবীয়্যিন উপাধির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবহিত করার দায়িত্ব উপস্থিত সকলেরই।

হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ মাওঊদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বরাতে সম্মানিত হুযূর বলেন,

মসীহ মাওঊদ (আ.) বলেছেন:

“কেউ প্রকৃত মুসলিম গণ্য হতে পারে না আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেততক্ষন পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না সেই ব্যক্তি তাঁকে ‘খাতামান নাবীয়্যিন’ বলে মেনে না নেয়।”

মহানবী (সা.) এর প্রকৃত মর্যাদার উপর জোর দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“জগদ্বাসীর কাছে এটা পরিস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কোন নতুন ধর্ম বিধান নিয়ে আসেন নি, আর না কোন নতুন ধর্ম বিধানের অবতীর্ণ হওয়ার কোন সুযোগ রয়েছে। বরং, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুউচ্চ মর্যাদার কারণেই খোদাতা’লা মসীহ মাওউদ (আ.)-কে নবুওয়তের মর্যাদা দান করা হয়েছে। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্বের কারণেই এ মর্যাদা লাভ করেছেন”।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের আবশ্যকতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহতা’লা সত্য ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের জন্য মসীহ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, সেই ধর্ম বিশ্বাস যা আল্লাহতা’লার প্রেমাস্পদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। যখন মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই আগমন করেছেন যে তিনি তাঁকে বিজয় দান করবেন, তখন জগতের শক্তিসমূহের আরোপিত বিধি-নিষেধ কিংবা তথাকথিত ধর্মবেত্তাদের অন্যায় আচরণ ও বিষোদ্গার কিভাবে তাঁর জামা’তের সফলতাকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে?”

সাধারণভাবে ইসলামের ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে আলোচনায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এ যুগে, তথাকথিত মুসলিম মোল্লারা যখন ইসলামের অসম্মানের কারণ হচ্ছে, তখন আমরা এটাও দেখি যে জগতের সর্বত্রই দুনিয়াদার ও বস্তুবাদী মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছে এবং একে অপদস্থ করার পায়তারা করছে। তারা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিলের এবং মুসলিম বিশ্বের সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের নামে কালিমা লেপন করছে। অন্যকথায় বলা যায়, একই সাথে ধর্মীয় এবং জাগতিক দিক থেকে ইসলাম এবং মুসলিম জাতি আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।”

পরিশেষে আবেগঘন এবং ঈমানোদ্দীপক কণ্ঠে বিশ্বজুড়ে আহমদী মুসলিমদের উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তথাকথিত মুসলিম উলামা এবং সরকারসমুহ আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করতে থাকুক, আর আমাদের বিরুদ্ধে এ মিথ্যা কথা বলে যে আমরা ‘খতমে নবুওয়ত’-এ বিশ্বাস রাখি না কিংবা এ দাবি করে যে, আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ শরিয়তধারী নবী হিসেবে মানিনা, আমাদের ক্ষতি এবং কতল করতে সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করতে থাকুক। তারা যাই বলুক বা দাবি করুক না কেন, তাতে কখনো আমাদের ঈমান বিন্দুমাত্র টলাতে বা দুর্বল করতে পারে না, কারণ, আমরা তাই পেয়েছি যা পাওয়ার প্রত্যাশা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের জন্য করে গেছেন। আমরা মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাছ থেকে আল্লাহতা’লা ও তাঁর পবিত্র রসূল (সা.) কে ভালবাসার মুলমন্ত্র শিখেছি।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“বিরোধিতা এবং ঘৃণার মুখে, প্রত্যেক আহমদী মুসলিমের দায়িত্ব হল ক্রমাগত আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির সন্ধানে এবং আল্লাহতা’লার নৈকট্য লাভের প্রয়াসে নিজেদের উত্তরণ ঘটানো।”

পরিশেষে দোয়া এবং স্যাটেলাইট সংযোগের মাধ্যমে কাদিয়ানে উপস্থিতদের পক্ষ থেকে পরিবেশিত কতক নযমের মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।